ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পেটের পোড়া দাগ নিয়ে র‍্যাম্পে হাঁটলেন সারা
পৃঃ ৫

রোনালদোর লাল কার্ড, সেমি থেকে আল-নাসরের বিদায়
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০১ ● কলকাতা ● ৩০ চৈত্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিস্ফোরণে জড়িত দুই অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করল এনআইএ

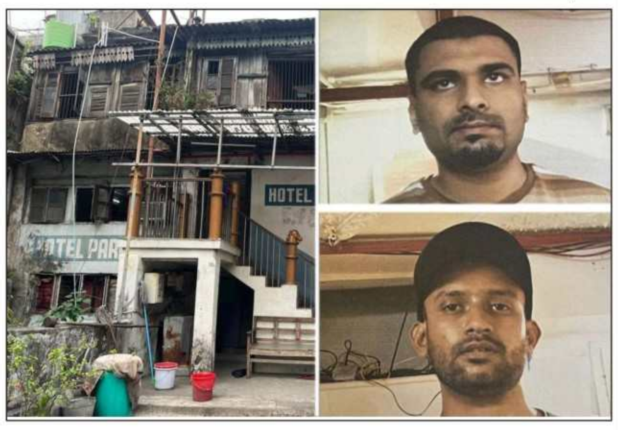

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : অবশেষে নাগালে এল বেঙ্গালুরু ক্যাফে বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তরা। বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে আইইডি বিস্ফোরণে জড়িত দুই অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করল এনআইএ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দুই জন দিঘায় লুকিয়ে ছিল। আজ তাদের গ্রেফতার করে এনআইএ।সিপিআইএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "খুব ভাল খবর। এজেন্সির জন্য এটা যেমন কৃতিত্বের, তেমনই বাংলার প্রশাসনের জন্য লজ্জার। বাংলার পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না। তাদের মৌলিক দায়িত্ব মমতা ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করা। এই জন্য বাংলাকে অপরাধীরা স্বর্গস্থান বলে মনে করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে মাওবাদীদের নিয়ে বামফ্রন্টে বিরুদ্ধে লড়েছিল, সন্ত্রাসবাদীরাও তাই জানে মাওবাদীদের খুব কাছের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"মার্চ মাসের ১ তারিখ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে যে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জন।৩ মার্চ তদন্তভার গ্রহণ করে এনআইএ। তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল, এক যুবক কালো রঙের ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। মুখে মাস্ক পরা ছিল। ওই যুবক ইডলি অর্ডার করে। খাবার খেয়ে সে বেরিয়ে যায়। টেবিলের নীচে রেখে যায় ব্যাগটি। মিনিট দশেক পরই ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। ঝলসে যান অনেকে। ওই হামলায় মূল অভিযুক্ত ছিল আব্দুল মাথিন ত্বহা ও মুসাভির হুসেন সাজিব। বিস্ফোরণের

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য পুলিশের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ কখনই সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পুলিশের দিকে বার বার আঙুল তুলেছে বিজেপি। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সময়ে মিথ্যাচারের আশ্রয়ও নিয়েছে। এবার পুলিশের হয়ে ব্যাট ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। পাশাপাশি টুইট করে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের মুখোশ খুলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।উল্লেখ্য, গত পয়লা মার্চ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফে আইইডি বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জন। মূল অভিযুক্ত মুজ়াম্মিল শরিফকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও হামলার ঘটনায় যুক্ত বাকি দু'জনের খোঁজ মিলছিল না। আজ, শুক্রবার ভোরে রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় এনআইএর একটি দল পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাকি দুই অভিযুক্ত আব্দুল মাথিন তহ্বা ও মুসাভির হুসেন সাজিবকে গ্রেফতার করে। এনআইএ তরফে অফিসিয়ালি বিবৃতি জারি করে এই সাফল্যের পিছনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবদানের কথাও স্বীকার করা হয়।বেঙ্গালুরুতে রামেশ্বরমের ক্যাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলা থেকে ধরা পড়েছে দুই সন্দেহভাজন।গ্রেফতার হয়েছে এনআইএ-এর হাতে। তারপর থেকেই লাগাতার রাজ্য সরকারকে নিশানা করে তোপ দেগেছে বিজেপি। বাংলা সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে বলে তোপ দেগেছেন অমিত মালব্য। কোচবিহারের

এরপর ৩ পাতায়

যতটা পেরেছে ব্যবহার করেছে, তারপর ফাঁসিয়ে দিয়েছে! শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দোষারোপ করলেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যতটা পেরেছে ব্যবহার করেছে, তারপর ফাঁসিয়ে দিয়েছে! শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দোষারোপ করলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, ভোটের সময় শাহজাহানকে দিয়ে টাকা তুলিয়েছে তৃণমূল। এখন তার দরকার ফুরিয়েছে বলে আর দায়িত্ব নিচ্ছে না তাঁরা। শাহজাহানের প্রতি কার্যত 'করুণা' করে দিলীপের সংযোজন, "বেচারা সারা জীবনেও জেল থেকে বেরবে না। কিন্তু ও একা কেন ফাঁসবে? যারা যারা দুর্নীতিতে জড়িত সবাইকে জেলে যেতে হবে। শাহজাহান নিজেই এখন সিবিআই-ইডি চাইছে।" আসলে বৃহস্পতিবার ইডির দফতর থেকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর জন্য বের করা হয়েছিল শেখ শাহাজাহানকে। সেই সময়ই সংবাদমাধ্যমে ইডি-সিবিআই তদন্ত নিয়ে মুখ খোলেন বহিষ্কৃত এই তৃণমূল নেতা। শাহজাহান বলেন, "সিবিআই তদন্ত হলে খুব ভাল হবে।" ইতিমধ্যেই এই মামলায় ইডি তদন্ত করছে। সে নিয়েও সন্দেশখালির 'মুকুটহীন বাদশা'র মন্তব্য, সবটাই ভাল হবে। ইডি তো তদন্ত করছিলই, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এবার সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই

এরপর ৩ পাতায়

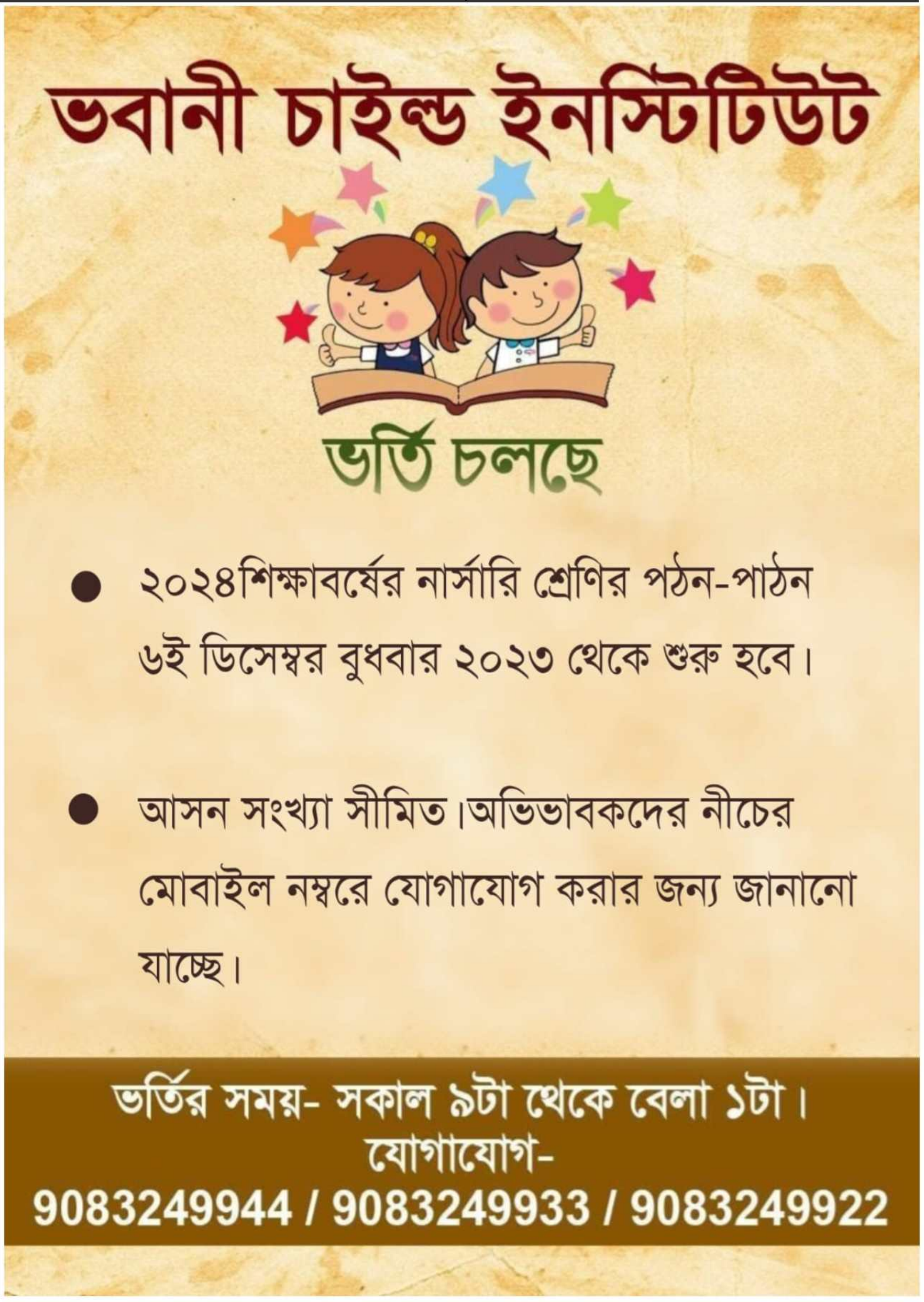

আগামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায়

ভোটগ্রহণ তমলুকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতে আর মাত্র এক সপ্তাহ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নজর কাড়বে তমলুক কেন্দ্র। একদিকে শাসকদলের টিকিটে লড়বেন তৃণমূলের যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য , অন্যদিকে যুযুধান প্রতিপক্ষ বিজেপির বাজি কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ।আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ভোটগ্রহণ। ফলপ্রকাশ ৪ জুন। এবারেও সাত দফায় ভোট হবে বাংলায়। এর মধ্যে আগামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় ভোটগ্রহণ তমলুকে। সি ভোটার সমীক্ষা বলছে, তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য, বিজেপি-র অভিজিৎ ও সিপিএম-এর সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তমলুকে সম্ভাব্য জয়ী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। জয়ী হওয়ার দৌড়ে তিনি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তবে এ কেবল সমীক্ষা মাত্র। তমলুকে কে জিতবে আর কে হারবে তা সামনে আসবে ফলপ্রকাশের পরই।প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই দুই প্রার্থীর মধ্যে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণের পালা চলছেই। কেও কাউকে বলছে ডেপো ছোকরা, আবার উল্টো দিক থেকে কটাক্ষ ভেসে আসছে দাদু-নাতির লড়াই হবে।

দেবাংশু আগাগোড়াই ঝাঁঝালো, তরুণ রাজনীতিকদের মধ্যে চেনা মুখ। ওদিকে অভিজিৎ রাজনীতির আঙিনায় নতুন হলেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র একদমই নয়। বলতে গেলে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার। ওদিকে সিপিএম-এর প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। কে জিতবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে? কার পাল্লা ভারী? তমলুকে ফুটবে পদ্ম? নাকি নিল আকাশে উড়বে সবুজ আবির?

ভোটের অবহে আভাস বুঝতে সম্প্রতি সমীক্ষা চালায় এবিপি। সি ভোটারের সমীক্ষার সেই ফল সামনে এসেছে। এই সমীক্ষা কখনই চূড়ান্ত ফলাফল সঠিকভাবে জানাতে পারে না। কখনও সমীক্ষার ফল মিলতে পারে, কখনও ফলাফল একেবারেই উল্টো হতে পারে। সমীক্ষা থেকে শুধুমাত্র জয়ী হওয়ার দৌড়ে কোন দল এগিয়ে রয়েছে, কোন দল পিছিয়ে, তার খানিক আভাস পাওয়া যায়।

বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাশ্মীরের উধমপুরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে কয়েক দশক পর জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ এবং সীমান্তের ওপার থেকে গুলিবর্ষণের ভয় ছাড়াই নির্বাচন পরিচালনার জন্য কাজ করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের অবসানের প্রতিশ্রুতি আমাদের সরকার পূরণ করেছে। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে কংগ্রেস এবং তার পুরো টিম যদি বিজেপির মুখ থেকে রামমন্দিরও বের হয় তখনই চিৎকার শুরু করে। কংগ্রেস বলছে, রাম মন্দির বিজেপির জন্য নির্বাচনী ইসু। তাই আমি তাদের বলতে চাই যে রাম মন্দির কখনই নির্বাচনী ইস্যু ছিল না, এটি নির্বাচনের ইস্যুও নয় এবং এটি কখনও নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিজেপির জন্মের আগে থেকেই রাম মন্দিরের লড়াই চলছিল। বহু বছর ধরে, মানুষকে তাদের বিশ্বাসের জন্য অনেক কিছু ভোগ করতে হয়েছে। কংগ্রেস ও তার জোটের নেতারা বড় বড় বাংলোতে থাকতেন আর রাম লল্লা তাঁবুতে থাকতেন। রাম লল্লার তাঁবু বদলানোর কথা উঠলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে আদালতের হুমকি দিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে ১০ বছরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর পুরোপুরি বদলে গেছে। তিনি বলেছিলেন যে এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা একটি ট্রেলার, একটি ট্রেলার আমাকে নতুন জম্মু ও কাশ্মীরের একটি নতুন এবং দুর্দান্ত ছবি তৈরিতে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন যে কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি এবং অন্যান্য সমস্ত দল জম্মু ও কাশ্মীরকে সেই পুরনো দিনে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলছে। জম্মু-কাশ্মীরের যতটা ক্ষতি এই পরিবারের সদস্যরা করেছে আর কেউ করেনি।উধমপুরের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন যে আমি যে কোনও রাজনৈতিক দলকে, বিশেষত কংগ্রেসকে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। তারা এটা করতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে কংগ্রেস ক্ষমতার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে ওয়াল ৩৭০ তৈরি করেছে। আপনাদের আশীর্বাদেই মোদী ৩৭০ ধারার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন। আমি ভারতের যেকোনো

এরপর ৩ পাতায়

নয়াগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান,

নষ্ট করা হল বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অধীন বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত লাগোয়া নরসিংহপুর, ভালুকবাসা সহ একাধিক এলাকায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও আবগারী দপ্তরের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় । ওই গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেক গুলিতে শুক্রবার নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৭০ লিটার চোলাই মদ ও ৭৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণসহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা ওই গ্রাম গুলিতে যাওয়ার আগেই চোলাই মদের কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ওই গ্রামগুলিতে রমরমিয়ে চলছে চোলাই মদের রমরমা ব্যবসা। ওই গ্রাম গুলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদ পৌঁছে যেত চোলাই মদ কারবারিদের মাধ্যমে।

যার ফলে প্রতিনিয়ত ওই গ্রামগুলিতে অশান্তি লেগেই থাকত। তাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা ওই গ্রামগুলিতে গিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট তন্ময় গুহ,নয়াগ্রাম আবগাড়ি দপ্তরের আই. সি সন্দীপ দে, নয়াগ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন নয়াগ্রাম আবগাড়ি দপ্তরের আধিকারিকরা বলেন, গ্রামে গঞ্জে চোলাই মদের রমরমা কারবার বন্ধ করতে প্রতিনিয়ত পুলিশের অভিযান চলবে। আগামী দিনে চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি

স্বশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দাড়িভিটি মামলায় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডিকে অনলাইনে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা হাজির না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। আদালত ফের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা জানিয়ে দিয়েছেন, এবার হাজির না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে।শিক্ষকের দাবিতে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে ছাত্র আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের। ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিআইডি। পরে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ দেওয়ার পর দশ মাস কেটে গেলেও এখনও তদন্ত শুরু করতে পারেনি এনআইএ। অভিযোগ, সিআইডি এখনও নথি তাদের হাতে তুলে দেয়নি।

কেন নথি দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে রাজ্য সরকার ও সিআইডি-র মত জানতে আদালত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি স্বশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। কিন্তু তারা না আসায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি মান্থা।দাড়িভিটা মামলায় বিচারপতি মান্থা মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'অন্যথায় হলে, আদালত কখন অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করে দিত। তবে এই ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। আদালত আরও কটা সুযোগ দিয়ে চায়।' আদালত আগামী সোমবার সকাল ১০টার সময় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও এডিজি সিআইডিকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। এদিন মুখ্যসচিবের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি মান্থা বলেন, চিফ সেক্রেটারি অনলাইনে আসার প্রয়োজন মনে করলেন না।

এরপর ৩ পাতায়

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে

হাস্যকর ভিডিও পোস্ট এক পাকিস্তানি ব্যক্তির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে হাস্যকর ভিডিও পোস্ট এক পাকিস্তানি ব্যক্তির। এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পোস্ট করে এমন বক্তব্য রেখেছেন, যাতে গোটা দুনিয়া হাসছে। তাঁর দাবি ভারতের মোদী সরকার পাকিস্তানের পরমাণু বোমার সম্ভারকে ভয় পায়। তিনি আরও বলেন যে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গর্ব করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের 'জঙ্গি'দের প্রাচুর্যের কারণে তারা অনেক শক্তিশালী বেশ কিছু ভারতীয় নেটিজেন পাকিস্তানি ব্যক্তিকে তার অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য সমালোচনা করেছেন, একজন ব্যবহারকারী বলেছেন, "আমি নিশ্চিত ইনি সেন্ট মাদ্রাসা কনভেন্ট, পাকিস্তান থেকে স্নাতক।" আরেকজন ক্ষুব্ধ ভারতীয় বলেছেন, "মোদী বা কোনো ভারতীয় আপনার অ্যাটম বোমাকে ভয় পায় না। আমরা শুধু আপনার বুদ্ধি সংক্রান্ত দেউলিয়া নিয়ে চিন্তিত। পাকিস্তানিরাই বিশ্বের একমাত্র মানুষ যারা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলে কারণ তাদের সেই শক্তি আছে। আর তার নির্লজ্জ প্রদর্শন করে।"ভিডিও ক্লিপ দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে জটিল সম্পর্কের দিকেই ইঙ্গিত করে। এই পোস্ট ঘিরে প্রতিক্রিয়ার ঝড় তুলেছেন নেটিজেনরা। অজ্ঞাত বক্তার বক্তব্য পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা, বিশেষ করে তার পারমাণবিক অস্ত্রাগারের প্রতি আস্থা নেটিজেনদের দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। তার পোস্টে লেখা 'মুজাহিদ' বা জঙ্গির উল্লেখআরও একবার পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের সক্রিয়তাকে প্রমাণিত করে। উল্লেখ্য, তিনি পাকিস্তানকে ইসলামের কট্টর রক্ষক এবং জিহাদ বা পবিত্র সংগ্রামের সমর্থক হিসাবে চিত্রিত করতে চান বলে সমালোচনা করেছেন অনেক নেটিজেন।

পাকিস্তানি ওই ব্যক্তির দাবি, "মোদী সরকার আমাদের পরমাণু বোমা হজম করতে পারে না, কারণ সে ভয় পায়। এবং সে কারণেই পাকিস্তানের পিছনে রয়েছে ভারত। তাদের ক্ষেপণাস্ত্র আছে, কিন্তু আমাদের জঙ্গি আছে। আমরা আল্লার অনুসারী। আমরা আল্লার ধর্মের জন্য লড়াই করি।" এই পোস্টে ওই ব্যক্তি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের মূলমন্ত্র হলজিহাদ।

প্রচারে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে পান্তা ভাত খেলেন প্রার্থী

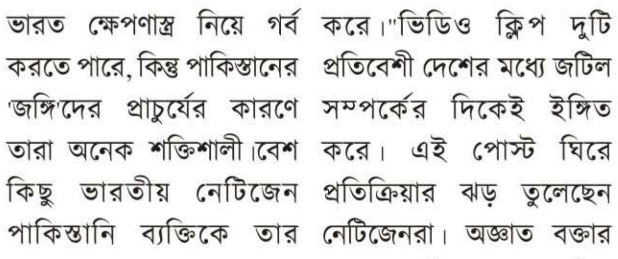

মালদা : নিউজ সারাদিন : মালদহ জেলার মালদহ উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জী উত্তর মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম গুলিতে আজ ভোটের প্রচার করলেন। প্রসূণ বানার্জীকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের এলাকার রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন,এর সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত এলাকাতে চাষ বাস

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

রাজ্য পুলিশের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ কখনই সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল না

থেকে তারই জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দিনহাটার সংহতি ময়দানের সভার মঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বেঙ্গালুরুতে যাঁরা বোমা ফেলেছিল, তাঁরা কর্ণাটকের বাসিন্দা। বাংলায় লুকিয়েছিল, ২ ঘণ্টায় ধরে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। আর বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকুক সেটা সেটা সহ্য হয় না বিজেপির। তাই কারণে অকারণে এজেন্সি হানা দিচ্ছে।"

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এদিন রাজ্য পুলিশের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে, বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণ নিয়ে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য যে দাবি করেছেন তা ঠিক নয়। আসল ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো! বাংলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অমিত মালব্য দাবি করেন, বাংলা সন্ত্রাসবাদীরে জন্য নিরাপদ জায়গা। বিজেপি নেতার এমন মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়।

পাল্টা টুইটে রাজ্য পুলিশের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ কখনই সন্ত্রাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল না। অমিত মালব্য বাংলার পুলিশ সম্পর্কে উল্টো কথা বলেছেন। আসল ঘটনা হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সহযোগিতাতেই রামেশ্বর ক্যাফে বিস্ফোরণ মামলায় দুই সন্দেহভাজনকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সহযোগিতার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

১-ম পাতার পর

যতটা পেরেছে ব্যবহার করেছে, তারপর ফাঁসিয়ে দিয়েছে! শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দোষারোপ করলেন দিলীপ ঘোষ

রায়ের সমালোচনা করলেও খোদ মূল অভিযুক্ত শাহজাহান হাইকোর্টের রায়কে 'স্বাগত' জানান। তাঁর বক্তব্য, ইডি-সিবিআই তদন্ত করলে ভালই হবে। তাহলে কি হাল ছেড়ে দিয়েছেন শাহজাহান? প্রশ্ন উঠেছে। কারণ সম্প্রতি তিনিই 'সব চক্রান্ত... বিজেপির দালালরা সব করাচ্ছে' বলে দাবি করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতেই শাহজাহানকে কটাক্ষ করে বিজেপির বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেছেন, "তৃণমূল ওঁকে ফাঁসিয়েছে। ভোট করিয়ে, টাকা তুলিয়ে এখন ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়েছে শাহজাহানকে।" তাঁর এও দাবি, গত ২ মাস ধরে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল শাহজাহান। কিন্তু তৃণমূল তাকে শেষমেশ বাঁচাতে পারেনি। এখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে তার দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়েছে তৃণমূল।

১-ম পাতার পর

বিস্ফোরণে জড়িত দুই অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করল এনআইএ

পর থেকেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে তাঁদের আজ গ্রেফতার করে এনআইএ।

জানা গিয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠেই, দিঘায় লুকিয়ে ছিল দুই অভিযুক্ত। একটি হোটেলে তাঁরা পরিচয় গোপন করে থাকছিল। আজ এনআইএ, পশ্চিমবঙ্গ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক ও কেরল পুলিশের যৌথ অভিযান করে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেফতার করে।সূত্রের খবর, মুসাভির হুসেন সাজিব নামক যুবককেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল। সে-ই ব্যাগে করে আইইডি বিস্ফোরক রেখে এসেছিল বেঙ্গালুরুর ওই নামকরা ক্যাফেতে। আব্দুল মাথিনএই বিস্ফোরণকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড। কীভাবে বিস্ফোরক রাখা হবে, কতক্ষণ বাদে বিস্ফোরণ হবে এবং তারপর কীভাবে মুসাভির পালিয়ে আসবে-যাবতীয় পরিকল্পনা করেছিল আব্দুলই।

এনআইএ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দুইজনের বিরুদ্ধেই ২০২০ সালে সন্ত্রাসের মামলা রয়েছে। আইসিসের বেঙ্গালুরু মডেল-আল হিন্দের সঙ্গে যুক্ত আব্দুল মাথিন ত্বহা। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশরাও এনআইএ-কে তদন্তে সাহায্য করছে। গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন যে দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণের পর সুদূর বাংলায় কেন তারা ঘাঁটি গাড়ল। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ভাড়াই বা পেল কীভাবে। ধৃত দুই জঙ্গির সঙ্গে বাংলার কারোর যোগাযোগ রয়েছে কিনা, বাংলায় জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় রয়েছে কি না, এই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এ বিষয়ে বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগিয়ে বাংলা মডেল এটা। আগে আমরা শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতাম, পরে শ্রমিক সাপ্লাই করতাম, এখন জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড সাপ্লাই করি। এবার বোঝা যায় যে এনআইএ-র উপরে কেন হামলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী চান, গোটা দেশে বোমা বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড সরবরাহ হোক বাংলা থেকে। আমরা লড়াই করে যাব। বাঙালিকেও ভাবতে হবে, তারা ভবিষ্যতে কী চান।"তিনি আরও বলেন, "বাংলা এখন জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গ। বাংলাদেশের সন্ত্রাসকাজে যুক্তরাও বাংলায় এসে লুকিয়ে থাকছে। এখানে তৃণমূল নেতাদের মদতে মিনি পাকিস্তান বানিয়ে রাখা হয়েছে।"

সুষ্ঠুভাবে ভোটের কাজ সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে এলাকায় পৌঁছে রুটমার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯ এপ্রিল প্রথমদফায় এরাজ্যে ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। সুষ্ঠুভাবে ভোটের কাজ সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে এলাকায় পৌঁছে রুটমার্চ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার থেকে বাকি ফোর্সও এলাকার উদ্দেশে রওনা দেবে বলে কমিশন সূত্রের খবর। প্রথম দফার ভোটে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় ফোর্স থাকছে কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের নির্বাচনী কেন্দ্রে। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কোচবিহারে সিএপিএফের ১১২ কোম্পানি, শিলিগুড়িতে ১৩, জলপাইগুড়িতে ৭৫ এবং আলিপুরদুয়ারে ৬৩ কোম্পানি ফোর্স রয়েছে। প্রতি কোম্পানিতে থাকে ৭৪ জন জওয়ান। সিএপিএফের পাশাপাশি ভোটের কাজে থাকবেন সিআরপিএফ জওয়ানরাও। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের সব বুথে ওয়েব কাস্টিং হবে। এর ফলে যেখানে নেটের সমস্যা হবে, সেখানে সব তথ্য রেকর্ড হয়ে থাকবে। পরে তা দেখা যাবে।

আইআরইডিএ-র উত্তরাধিকার উদযাপন : প্রাক্তন নেতৃত্ব ভবিষ্যতের দিশা ভাগ করে নিলেন

নতুন দিল্লি, ১২ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : পাবলিক সেক্টর দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১০ এপ্রিল ভারতের পুনরুজ্জীবিত শক্তি উন্নয়ন সংস্থা আইআরইডিএ- এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংস্থা আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা সংস্থার উত্তরাধিকার এবং আগামী দিনে সাফল্যের পথ ও ক্রমোন্নয়ন নিয়ে মত বিনিময় করেন। এই অনুষ্ঠানে পূর্বতন সিএমডি এবং অধিকর্তা সহ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা সংস্থাকে ঘিরে তাদের স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং আগামীদিনের সংস্থার এগিয়ে যাওয়ার গতিপথ কি হতে পারে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন। আইআরইডিএ-র সমৃদ্ধ যাত্রাপথে এই অনুষ্ঠান অতীত এবং বর্তমান প্রজন্মের মেলবন্ধনে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে দেখা দেয়। অতীত নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিমূলক মতবিনিময় অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তোলে। প্রাক্তন সিএমডি এবং অধিকর্তারা আইআরইডিএ-র দ্রুত বৃদ্ধি কৌশলের এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালন গোষ্ঠীর সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইআরইডিএ-র সিএমডি শ্রী প্রদীপ কুমার দাস বলেন, এই সমাবেশ কেবলমাত্র প্রাক্তনদের সম্মান জানানোই নয় বরং এর মধ্যে দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা এবং সমন্বয় সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বজদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়নক্ষেত্রে সর্বদাই দিশা পথ দেখাবে বলে তিনি জানান। সংস্থার ক্রমবিকাশ কেবলমাত্র সাফল্য এবং গাণিতিক অঙ্কের নিরিখেই ধরা থাকে না, বরং এই সাফল্যের ভিত্তি যাঁরা রচনা করেছেন সেই সমস্ত মানুষদের কৃতকর্মকেও স্মরণ করা দরকার বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, আইআরইডিএ-পূর্বজদের এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে আগামীদিনে উন্নয়নের নতুন শিখর স্পর্শ করবে। অনুষ্ঠানের সর্বাধিক আলোচিত দিক ছিল হাস্য কবি সম্মেলন। উপস্থিত শ্রোতাদের তা মনোরঞ্জন ঘটিয়েছে। নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিটাট সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতি মনীষা শুক্লা, শ্রী চিরাগ জৈন এবং শ্রী সুন্দর কাটারিয়ার কবিতা বিশেষ বার্তাবহ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার আর্থিক অধিকর্তা ডঃ বিজয় কুমার মোহান্তি, স্বাধীন অধিকর্তা শ্রী রাম নিশাল নিসাদ, চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার শ্রী অজয় কুমার সাহানি সহ পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। আইারইডিএ-র বিভিন্ন শাখা অফিসের আধিকারিকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েলের মাটিতে হামলা শুরু করতে পারে ইরানের সেনাবাহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েলের মাটিতে হামলা শুরু করতে পারে ইরানের সেনাবাহিনী। মার্কিন সূত্রকে উদ্ধৃত করে শুক্রবার এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আরও ভয়াবহ যুদ্ধের প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে ইরান ও ইজরায়েল দুই দেশে ভারতীয়দের না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক ।তবে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আশঙ্কা যখন চরম আকার নিয়েছে তখন ইরানের এই আধিকারিক বলেন, ইজরায়েলের মাটিতে হামলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দেশের শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। তবে রাজনৈতিক সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তারপর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে ইরানের তরফে এই বিষয়ে ধোঁয়াশা জারি রাখা হলেও। নতুন করে যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব।ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা আরও প্রবল হয়ে উঠছে। গত ১ এপ্রিল সিরিয়ায় (Syria) ইরানের দূতাবাসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়। যাঁদের মধ্যে ছিলেন দুজন সেনাকর্তাও। এই হামলার পিছনে ইজরায়েলের 'হাত' দেখছে ইরান। তারপর থেকেই ইজরায়েলকে লাগাতার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল ইরান। তবে রমজান মাস থাকায় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ইরান। উৎসব পর্ব কেটে যাওয়ার পর এবার সেই হামলার সম্ভাবনা বাড়তে শুরু করেছে। মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ইরান যে ইজরায়েলে হামলা চালাতে পারে সে খবর আমরা পাচ্ছি। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর ইজরায়েলে হামলা চালাতে পারে আয়াতুল্লা খামেনেইয়ের বাহিনী। যদিও আমেরিকার এহেন দাবির প্রেক্ষিতে ইরানের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, "দুই দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে সকল ভারতীয়কে জানানো হচ্ছে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ভারতীয়রা যেন ইরান ও ইজরায়েলে না যান। পাশাপাশি এই দুই দেশে যে ভারতীয়রা রয়েছেন তাঁরা যেন ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং সেখানে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করান। পাশাপাশি নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করুন।"

২ পাতার পর

প্রচারে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে পান্তা ভাত খেলেন প্রার্থী

সহ চলাচলের সমস্যার কথা বলেন গ্রামের লোকেরা। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে মাটির বারান্দাতে বসে পেঁয়াজ লঙ্কা আলু সেদ্ধ মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা ভাত খেলেন প্রসূন ব্যানার্জী।তিনি বলেন গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পান্তা ভাত খুব উপকারী। বিএসএফরা গ্রামের লোকেদের যে সমস্যা করে থাকেন সেই সমস্যা লোকসভাতে তুলে ধরতে হবে। এলাকার মানুষ এবার ঠিক করে নিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সোনঘাট, আদাডাঙ্গা, বোকাদহ, তালতলী, ডোবাপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকাতে প্রচার করেন। পাশাপাশি শনঘাট এলাকায় রাধা গোবিন্দ মন্দিরে মোতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে নিজে হাতে বাজনা বাজিয়ে নাচ গান করেন। তার এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলাপরিষদ সদস্য অশোক সরকার,পুরাতন মালদহ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম,জেলা আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যান্যাল, জেলা পরিবহন বিভাগের চেয়ারম্যান অমল কিসকু সহ জেলা নেতৃত্ব।

২ পাতার পর

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডি স্বশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি

ওঁদের এখন তো আদালত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেয়নি। তাছাড়া ওনারা স্বশরীরে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে কোনও আবেদনও করেননি।' তিনি জানান, তবু আদালতে সুযোগ দিতে চায় ওঁদের। তবে এবার না এলে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি জারি করতে বাধ্য হবে আদালত বলে তিনি জানান।

২ পাতার পর

বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

রাজনৈতিক দলকে, বিশেষ করে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানাই যে তারা ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে কাজ করুক। এ দেশ তার দিকে তাকাবে না। উধমপুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমার ওপর আস্থা রাখুন। গত ৬০ বছর ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ যে সমস্যায় ভুগছে আমি সেই সব সমস্যা দূর করব। সেই সময় বেশি দূরে নয় যখন জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে এবং রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১০১ সংখ্যা ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ শনিবার ৩০ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

চোর চোর স্লোগান তুলতে থাকেন বিজেপি কর্মীদের কয়েকজন

সময় বদলে দেয় মনে হয় অনেক কিছুকেই! বৃহস্পতিবার তারই প্রমাণ পাওয়া গেল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহারে। ২০২১ সালের বিধানসভার সময় জয় শ্রী রাম স্লোগান শুনে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারে থাকা মানুষদের তাড়া করতে দেখা গেছিল মুখ্যমন্ত্রীকে।এপ্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা বলেন, "সবাই জানে তৃণমূল মানেই চোর। যেখানকার রাস্তা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যান সেখানেই চোর চোর স্লোগান ওঠে। এটা বিজেপি বলছে না। সারা বাংলার মানুষ বলছে। কারণ মানুষ জানে সব চুরি হয়েছে তৃণমূলের আমলে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেনে গেছে, তৃণমূল মানে চোর আর চোর মানেই তৃণমূল। গোটা তৃণমূলই হচ্ছে চোরের দল। তাই যখনই তৃণমূলের কোনও নেতা রাস্তা দিয়ে যান সাধারণ মানুষ চোর চোর স্লোগান দেন।"

কিন্তু, আজ তার উল্টো ছবি দেখা গেল চালসা যাওয়ার পথে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ির চালসায় যাচ্ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। তাঁর যাওয়ার রাস্তায় জাতীয় সড়কের পাশে জনসভা করছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। মমতার কনভয় জনসভার পাশ দিয়ে যেতে দেখে চোর চোর স্লোগান তুলতে থাকেন বিজেপি কর্মীদের কয়েকজন। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হতে দেখা যায়নি তৃণমূল সুপ্রিমোকে। বরং গাড়ির জানালা দিয়ে হাসিমুখে হাত নাড়াতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হাত জোড় করে শুভেচ্ছাও জানাতে দেখা যায়।মনোজ টিগ্গার সভার পাশ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় যাবে শুনে সভাস্থলের সামনে জড়ো হয়ে চোর চোর স্লোগান তুলতে শুরু করেন সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা। বিষয়টি দেখতে পেয়ে সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা বারণ করলেও তাতে কান দেননি কেউই। যদিও চোর চোর স্লোগান শুনে রেগে যায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উলটে হাত জোড় করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করতে দেখা যায় তাঁকে।

শাশ্বত অমর পথ, সত্যিকার জ্ঞানের পথ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

পুত্রকে সাধুসন্ত হিসাবে মানা হত। শালীখার পন্ডিত বংশীয় তাঁর স্ত্রী, তাঁর শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং স্নেহভরে গুরুমা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজ সরকারের সামরিক প্রকৌশল বিভাগের একজন হিসাবরক্ষক হিসেবে, কর্মসূত্রে তিনি সারা ভারতে ঘুরেছেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর, তিনি বারাণসীতে সমগ্র পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে, শ্যামাচরণকে হিমালয়ের পাদদেশে রানীক্ষেতে বদলি করা হয়। একদিন, পাহাড়ে চলার সময়, তিনি তাঁকে ডাকছে এমন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। আরও উপরে চড়ার পর, তিনি তাঁর গুরু মহাবতার বাবাজির দেখা পেয়েছিলেন যিনি ক্রিয়া যোগের কৌশলগুলিতে তাঁকে পরিচয় করিয়েছিলেন। বাবাজি শ্যামাচরণকে বলেছিলেন যে তাঁর বাকি জীবনটি ক্রিয়াযোগের কথা প্রচারের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। শীঘ্রই, লাহিড়ী মহাশয় বারাণসীতে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াযোগের মার্গ অন্বেষণ শুরু করেন। সময়ের সাথে সাথে, তাঁর থেকে ক্রিয়া শিক্ষা গ্রহণের জন্য আরো বেশি সংখ্যক লোক আসতে লাগলো। তিনি অনেক ছোট ছোট সভা সংগঠিত করেন এবং ভগবত গীতার উপর তাঁর "গীতা সভা" তে নিয়মিত ভাষণ দেন। যে সময়ে জাতিগত বৈষম্য অনেক শক্তিশালী ছিল, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সহ প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের জন্য তিনি উন্মুক্তভাবে ক্রিয়া দীক্ষা দেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের যা তারা ইতিমধ্যেই অনুশীলন করছিল তাতে ক্রিয়াযোগ যোগ করে, তাদের নিজস্ব ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ইতিহাস বাংলা তথা ভারতবাসীর জনসমক্ষে প্রাণময় হয়ে আছে।সংসার করেও মানুষ যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে, তার উদাহরণ বহু প্রমাণ দিয়ে গেছে শ্যামাচরণ লাহিড়ী।যুগে যুগে অবতার হয়েছেন ভগবান আর ভগবানের এক রূপ তিনি।বর্তমানে বলা হয় কলিযুগে যোগ চলে না। কেন কলিকালের মানুষ যোগ করতে পারবে না ? কলিকালের মানুষ কি মানুষ নয় ? পুরাকালে মানুষ যেভাবে জন্মত, বেঁচে থাকত, মরত, এখনকার মানুষেরও কি তাই হয় না? তখনকার মানুষেরও সুখ দুঃখ ছিল, সংসার ছিল, সবই ছিল, এখনও তাই আছে। পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য কেবল একটা বিষয়েই দেখা যায়। সেটা হোলো পুরাকালের মানুষ প্রায় সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল, যোগসাধন করত, তাদের জীবন ছিল সাধারণ। তখনকার মানুষ যদি কেউ ঈশ্বর সাধন না করত তবে তাকে নিন্দা করা হত। কিন্তু বর্তমান কালে এর বিপরীত অবস্থাটা দেখা যায়। এখনকার মানুষ বেশিরভাগই বিলাসপ্রিয়, আরাম প্রিয়, অল্পে সন্তুষ্ট নয় এবং ঈশ্বরমূখী মনোভাবের বড়ই অভাব। এখন যদি কোনো মানুষ ঈশ্বর সাধন না করে তবে সে নিন্দিত হয় না; বরং সাধনপরায়ণহীন ও বিত্তশালী মানুষই বর্তমান সমাজে অধিক বন্দিত। বর্তমানে অধিক মানুষই যখন ঈশ্বপরায়ণহীন তখন তাদের মধ্যে ঈশ্বরে ভক্তি থাকা সম্ভব নয়। অথচ ওই মানুষগুলোকে যদি ভক্তিপথের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তবে তাদের পক্ষে কি ভক্তিপথে ঈশ্বর সাধন করা সম্ভব? যে জিনিস তাদের মধ্যে নেই সেই পথে জোর করে ঠেলে দিলে বরং অনর্থ সৃষ্টি করে। ভক্তি নিশ্চয়ই চাই, বিনা ভক্তিতে ঈশ্বর সাধন সম্ভব নয়। তাহলে এ ভক্তি তাদের অর্জন করতে হবে। যোগপথ কেমন করে সেই ভক্তিকে অর্জন করা যায় প্রথমে সেই শিক্ষাই দেয় এবং পরে যখন ভক্তি অর্জন হবে তখন তার পক্ষে ঈশ্বর সাধন সহজ হবে। তাই যোগীর চেয়ে বড় ভক্ত কোথায়? যোগীকেই বলা হয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যারা অজ্ঞ, যাদের আত্মতত্ব বা বাহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই তারাই কেবল যোগপথ ও ভক্তিপথকে আলাদা মনে করে। তারা জানে না যে যোগকর্ম ছাড়া সঠিক ভক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাই যোগকর্ম হোলো আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যিনি যোগী নন তিনি যদি যোগমার্গের বিরুদ্ধে কথা বলেন তবে তা ন্যায়সঙ্গত হয় না, কারণ যোগ সমন্ধে তাঁর নিজেরই জ্ঞান নেই।ভগবান নিজে তার দিয়ে যা করেছেন ,তিনি তাই করেছেন। এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না, তেমনি উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণার পেক্ষাপটে। সংসার জীবনে যোগী হয়ে ওঠা এযুগের বড় চ্যালেঞ্জ, তিনি জগতকে দেখিয়ে গেছে সংসার করার পরও ঈশ্বর প্রাপ্তি হওয়া যায়।তাই যোগিরাজ বলেছেন-"ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা"। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন--'যোগকর্ম সুকৌশলম'। ভগবান, উদাত্তকণ্ঠে অর্জুনের মাধ্যমে সকল মানুষকে জানালেন- "তপস্বিতভ্যাহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জ্জুন।" (গীতা ৬/৪৬) গীতার কথা মতো তিনি নিজের উপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।সেই কারনে যোগপথ কখনই দল গঠনের অনুকূলে মত দেয় না, বরং সে বিপরীত কথাই বলে। যোগী বলেন একাকী নিভৃতে স্বাধীনভাবে যোগ সাধন কর, তবেই তোমার আত্মসাক্ষাৎকার হবে, মঙ্গল হবে। এখন ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজে ধর্মের নামে যে উন্মত্ত প্রায় ধর্মান্ধতা চলছে তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো এই যোগ, যা যোগিরাজ তার ক্রিয়াযোগ সাধনার মাধ্যমে মানুষের পরম কল্যাণের জন্য দিয়ে গেছেন। এই সনাতন যোগসাধন সর্বকালে সবমানুষের মধ্যে চিরকাল আছে ও থাকবে। এ পথ আত্মজ্ঞানের পথ, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ ; এ পথ চির শাশ্বত অমর পথ, সত্যিকার জ্ঞানের পথ, নিজেকে জানার পথ। কিন্তু কোনো বিশেষ দেব-দেবীকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাঙালি অফিসার ও মহিলা অফিসার কত জন রয়েছেন তার লিস্ট চাইল দিল্লি সিবিআই সদর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির মানুষ বাংলায় কথা বলেন, তাই কলকাতার সিবিআই দফতরে এবার বাঙালি অফিসার ও মহিলা অফিসার কত জন রয়েছেন তার লিস্ট চাইল দিল্লি সিবিআই সদর দফতর। বুধবার নজিরবিহীন অর্ডার দেয় হাইকোর্ট। সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন সিবিআইতে। হাইকোর্টের নির্দেশে পর তৎপর সিবিআই।সিবিআই সূত্রে খবর, হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে ইমেল আইডি তৈরি করে বাকি প্রসেস দ্রুত করা হবে। সিবিআই ইতিমধ্যে সন্দেশখালি অর্ডারের পর কীভাবে তদন্ত করা হবে বা অভিযোগ নেওয়ার বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে ব্লু - প্রিন্ট তৈরি করেছে। সন্দেশখালি ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে আদৌ কোনও সিবিআই ক্যাম্পে অফিস করা যাবে কিনা, সেই বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে সিবিআই কলকাতা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে।

সিবিআই-এর দাবি, হাইকোর্টে অর্ডার মেনে দ্রুত তদন্ত করা হবে। সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। তবে ইমেল করে সন্দেশখালির মানুষ কতখানি অভিযোগ জানাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সিবিআই আধিকারিকরা সেই বিষয়টিও খেয়াল রাখছেন।দিল্লি সদর দফতরে অর্ডার কপি পাঠানোর পরেই অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চে বা ক্রাইম ব্রাঞ্চে ক'জন বাঙালি অফিসার আছেন, মহিলা অফিসার কজন আছেন, তাঁদের নাম ও কোন পদে রয়েছেন জানতে চেয়েছে সিবিআই-এর দিল্লি দফতর। কারণ ধামাখালি বা সন্দেশখালিতে বেশিরভাগ বাংলায় কথা বলেন সাধারণ মানুষ। ফলে এ ক্ষেত্রে সিবিআই-এর বাঙালি অফিসার ও মহিলা বাঙালি অফিসারদের তদন্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। সন্দেশখালিতে এখনও পর্যন্ত যা তদন্ত হয়েছে সেখানে আগামিদিনে সিবিআই ক্যাম্প সন্দেশখালি বা ধামাখালিতে ক্যাম্প করা হবে নাকি নিজাম প্যালেস থেকে অপারেট করা হবে, সেই বিষয়ে কলকাতা সিবিআই অফিসারদের পরামর্শ চেয়েছে দিল্লি সদর দফতর।

ষোড়শ অর্থ কমিশন চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য তরুণ পেশাদার / পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করছে

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ষোড়শ অর্থ কমিশন চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য তরুণ পেশাদার / পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করছে। আবেদনের যোগ্যতা, শর্তাবলী, পারিশ্রমিক এবং আবেদনপত্র ষোড়শ অর্থ কমিশনের ওয়েবসাইট - https://fincomindia.nic.in –এ পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁদের পূরণ করা আবেদনপত্র ই-মেলের মাধ্যমে ষোড়শ অর্থ কমিশনের অধিকর্তার কাছে পাঠাতে পারেন। ই-মেল আইডি হল - manish.kr1975[at]nic[dot]i। এর কপি পাঠাতে হবে rahul. sharma89[at]nic[dot]in ঠিকানায়। এক্ষেত্রে কাগজে লেখা কোনো আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর একজন তিনি নিরাকার বা সাকার, আমরা যাকেই ভক্তি বা পূজা করিনা কেন তা সেই ঈশ্বরকেই করা হয়। আমারা বিভিন্ন রুপের মূর্ত্তিকে পুজা করি তা কিন্তু ঈশ্বর থেকে আলাদা মনে করে না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপ কল্পনা করে আমরা পূজা করেলেও ঈশ্বর কিন্তু সেই একজনই। অনেকে প্রশ্ন করেন ভাত সোজা করে না খেয়ে এত ঘুরিয়ে খাও কেন?

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্বে মনোনয়নপত্র জমার কাজ শুরু হয়েছে

নতুন দিল্লি, ১২ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আজ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্বে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে ২০ এপ্রিল। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ এপ্রিল, ২০২৪। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্বে মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ৭ মে,২০২৪। ভোটগণনা হবে ৪ জুন, ২০২৪। পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফায় লোকসভা নির্বাচন শুরু ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে জোরকদমে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

এবার নতুন লুকে রাশমিকা মান্দানা

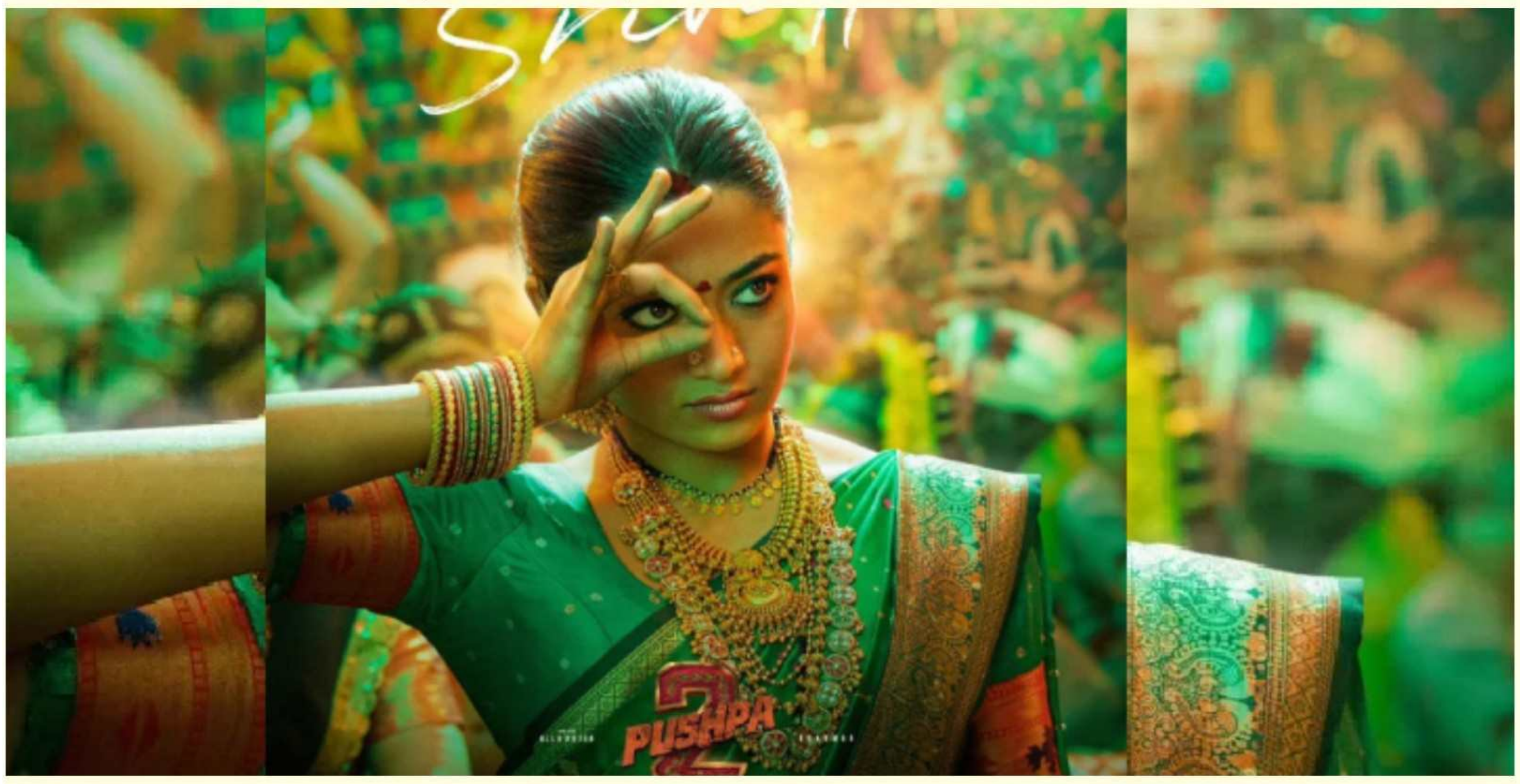

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার আল্লু ও রাশমিকা মান্দানা অভিনিত 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০২১ সালে। সিনেমাটি দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল এ জুটি। তখন ব্যবসার নিরিখে 'পুষ্পা'র কাছে পিছিয়ে পড়েছিল অনেক সিনেমাই। দেশের বক্স অফিসে ৩৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছিল এটি। শোনা যাচ্ছে, এ বছরই অগস্টে মুক্তি পেতে পারে 'পুষ্পা: দ্য রুল'। তার আগে রাশমিকার একটি পোস্টার সামনে এনেছেন সিনেমা নির্মাতারা।
রাশমিকা মান্দানার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভক্তদের উপহার হিসেবে সিনেমাটির নতুন পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন পোস্টারে শ্রীভল্লির নতুন লুক একেবারে অত্যাশ্চর্য। রাশমিকার এই লুকে তার অনুরাগীরাও খুব পছন্দ করবে বলেও সবার বিশ্বাস।
চলতি বছরের ১৫ অগস্ট মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত এই সিনেমা। তার আগেই আল্লু অর্জুন ঘোষণা দিয়েছেন যে 'পুষ্পা ৩' ও আসবে।
পুষ্পা সিনেমায় একজন নিষ্পাপ মেয়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে। কিন্তু, পুষ্পা-২ তে রাশমিকার অবতার অন্যরকম হতে চলেছে। তার কটাক্ষ, রাগি চাহনি অন্যরকম। অনেকেই বলছে পুষ্পা-২ তে আল্লু অর্জুনকে টেক্কা দিতে পারেন রাশমিকা।
গত বছর এপ্রিল মাসে আল্লুর জন্মদিনে মুক্তি পেয়েছিল 'পুষ্পা২'র প্রথম পোস্টার। পোস্টারে আল্লুরলুক দেখে প্রায় হইচই পড়ে গিয়েছিল। এর আগে অভিনেতাকে এই রূপে কখনও দেখা যায়নি। লাল টকটকে কপাল, গাল দু'টি আবার নীল। জোড়া ভ্রুর মাঝে জ্বলজ্বল করছে চন্দনের ফোঁটা। পরনে শাড়ি, গলায় লেবুর মালা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। হাতে ধরা বন্দুক। খানিকটা বৃহন্নলার সাজেই ধরা দিয়েছিলেন আল্লু। দ্বিতীয়বার 'পুষ্পা'কে বড় পর্দায় দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দর্শকেরা।

পেটের পোড়া দাগ নিয়ে র‌্যাম্পে হাঁটলেন সারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের কন্যা সারা আলি খান। অভিনয় দিয়ে ইতোমধ্যেই নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন ভক্তদের কাছে। এবার শিরোনামে উঠে এলেন পেটের পোড়া দাগ নিয়ে র‌্যাম্পে হেঁটে।
কিছুদিন আগেই মেকআপ রুমের ধারণ করা এক ভিডিওতে সারা আলি খানের পেটের পোড়া দাগ দেখা যায়। তখন একজন প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী জানান, পুড়ে গেছে।
এবার সেই পোড়া ত্বক না ঢেকে, কোনোরকম সংকোচ বোধ না করেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে র‌্যাম্পে হেঁটেছেন অভিনেত্রী। যা মন জয় করে নিয়েছে ভক্তদের। নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন সাইফকন্যা।
মুম্বাইয়ের বহুল পরিচিত ফ্যাশন ডিজাইনার বরুণ চাক্কিলামের ডিজাইন করা পোশাক পরে র‌্যাম্পে হাঁটেন তিনি। জমকালো লেহেঙ্গায় দুর্দান্ত লুকে দেখা গেছে তাকে। আর হাঁটার সময় পোশাকের ফাঁক দিয়েই পেটের লম্বা পোড়া দাগ দেখা যায় তার।
জানা গেছে, কিছুদিন আগেই তারকাকন্যার পেটের একাংশ পুড়ে গেছে। পেটের ওপর নাকি গরম কফি পড়ে গিয়েছিল। এরপর দাগ পড়ে যায়। কিন্তু সেই দাগ মুছে ফেলা বা উঠানোর জন্য তেমন জোর চেষ্টা চালাননি। আর এ নিয়ে কোনো সংকোচ বোধও করেন না তারকাকন্যা।
র‌্যাম্পে হাঁটার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সারা বলেন, 'অনেক আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আমি বেশ নার্ভাসও ছিলাম। গত কয়েক দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, দুটি সিনেমার প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছিল। র‌্যাম্পে বেশ উপভোগ করেছি, অনেক ভালো লেগেছে।'
প্রসঙ্গত, সারা আলি খান বর্তমানে 'অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান' ও 'মার্ডার মোবারক' এর প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। যদিও ইতোমধ্যে 'মার্ডার মোবারক' সিনেমা মুক্তি পেয়েছে।

'ভুলভুলাইয়া ৩' ছবির শুটিংয়ে কলকাতায় কার্তিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'ভুলভুলাইয়া ৩' ছবির প্রথম শিডিউলের শুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবির একটা বড় অংশের শুটিং যে কলকাতায় হওয়ার কথা, সে খবর আগেই জানা গিয়েছিল। সূত্রের খবর, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছেছেন ছবির প্রধান অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। মঙ্গলবার থেকে শহরে ছবির শুটিং শুরু করবেন তিনি।
তবে কার্তিকের আগেই শহরে এসে পৌঁছেছেন এই ছবির পরিচালক আনিস বাজমি। মঙ্গলবার শহরের বেশ কিছু লোকেশন রেইকি করতে দেখা গিয়েছে পরিচালককে। সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সূত্রের খবর, গত মাসেই কলকাতায় এই ছবির শুটিং শুরু করার কথা ছিল পরিচালকের। কিন্তু মাঝে তার পায়ে চোটের কারণেই ছবির আউটডোরের কাজ কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে যায়। তবে কলকাতায় দিন তিনেকের শুটিং শিডিউল রয়েছে ইউনিটের।
এই ছবিতে কার্তিক ছাড়াও রয়েছেন তৃপ্তি ডিমরি। 'ভুলভুলাইয়া' ছবির পর এ বার তৃতীয় পর্বে আরও এক বার ফিরতে চলেছেন বিদ্যা বালন। তবে ছবির কলকাতা পর্বে তৃপ্তি বা বিদ্যা থাকছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে, প্রথম ছবিতে উপস্থাপিত অবনী ওরফে মঞ্জুলিকার চরিত্রেই অভিনয় করবেন বিদ্যা। যদিও তৃপ্তির চরিত্রটিকে আপাতত আড়ালেই রেখেছেন নির্মাতারা।
২৭ মার্চ কার্তিক ও তৃপ্তি ছবির মুম্বই শিডিউলের শুটিং শেষ করেছেন। ছবির অডিশন পর্বে টলিপাড়ার বেশ কয়েক জন পরিচিত মুখ এই ছবির জন্য অডিশন দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কেউই নির্বাচিত হননি। পরিবর্তে ছবিতে সুযোগ পেয়েছেন বাংলা নাট্যজগতের তরুণ অভিনেতা তনভিরুল ইসলাম।
২০০৭ সালে পরিচালক প্রিয়দর্শনের হাত ধরে বলিউডে 'হরর কমেডি' ঘরানায় নতুন স্রোত এনেছিল 'ভুলভুলাইয়া'। ২০২২ সালে মুক্তি পায় ছবির সিক্যুয়েল। 'ভুলভুলাইয়া ২' ছবিতে অক্ষয়ের জুতোয় পা গলিয়েছিলেন কার্তিক। কিন্তু সেখানে বিদ্যা ছিলেন না। কলকাতা ছাড়াও রাজস্থানেও নতুন ছবিটির শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটি আগামী দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা।

ভাঙছে ধানুশ-রজনীকান্ত কন্যার ঘর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর বলছে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন দক্ষিণি চলচ্চিত্র তারকা ধানুশ ও রজনীকান্ত কন্যা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্ত। দুই বছর আগেই এই বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন ধানুশ ও ঐশ্বরিয়া। এরপর থেকেই তারা আলাদা থাকছিলেন।
জানা গেছে পারস্পরিক সমঝোতাতেই বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন এই দম্পতি। খুব শিগগির তাদের মামলার শুনানি হবে। ফলে তাদের ১৮ বছরের সংসার জীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে।
২০২২ সালে ধানুশ প্রথম তৎকালীন টুইটারে (বর্তমান এক্স) জানিয়েছিলেন '১৮ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে পথ চলেছি। বন্ধু হিসেবে, মা-বাবা হিসেবে, এ ছাড়া আমরা সব সময় একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পাশে থেকেছি।... আজ থেকে আমরা এমন এক পথে যাচ্ছি, যেটা আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বিচ্ছেদে যাচ্ছি।' পরবর্তী ঐশ্বরিয়াও একই বার্তা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন। তিনি সে সময় লেখেন, 'কোনো ক্যাপশনের প্রয়োজন নেই। একমাত্র আপনাদের বোঝাপড়া ও ভালোবাসার প্রয়োজন অনুভব করছি।'
২০০৪ সালে তাঁরা মাত্র ২১ ও ২৪ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন ধানুশ-ঐশ্বরিয়া। তাদের সংসারে দুই ছেলে রয়েছে। ইয়াত্রা ও লিঙ্গা নামের দুই পুত্রের জন্ম যথাক্রমে ২০০৬ ও ২০১০ সালে।

মুস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন জাদেজা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন: এক ম্যাচ পর চেন্নাই সুপার কিংসে ফিরেই দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। তার স্লোয়ার ও কাটারে ডেথ ওভারে কুপোকাত হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। চার ওভারে ২২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এমন তাক লাগানো বোলিং পারফরম্যান্সের পর সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন মুস্তাফিজ।

৯ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় প্রথমে আছেন এই পেসার। এতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির স্বীকৃতি পার্পল ক্যাপ দখলে নিয়েছেন তিনি। ইনিংস বিরতিতে টাইগার পেসারকে পার্পল ক্যাপ তুলে দেন জাদেজা।

তিনি বলেন, মুস্তাফিজ এই উইকেটে ভীষণ কার্যকর। ও খুবই ভালো কিছু স্লোয়ার ডেলিভারি করেছে। ও আজ অসাধারণ ছিল বলে আমি মনে করি।

গতকালের ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন মুস্তাফিজরা। এদিন বাঁহাতি স্পিনে জাদেজাও নজর কাড়েন। ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান খরচায় ৩ উইকেট পান তিনি।

রোনালদোর লাল কার্ড, সেমি থেকে আল-নাসরের বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আল-হিলাল এবং আল-নাসরের লড়াই মানেই সৌদি ফুটবলের সবচেয়ে বড় লড়াই। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচে নড়বড়ে শুরু করেছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল-নাসর। সিআরসেভেন নিজেই শুরুর ২০ মিনিটের মাথায় ২টি সুযোগ মিস করেন। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এরপরেই পুরোপুরি নিয়ে নেয় আল-হিলাল। সালেম আর দাওয়াসরি, ম্যালকমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে প্রথম গোল পেতো তারাই। কিন্তু নিজেদের ভুলেই লিড নেওয়া হয়নি তাদের। বিপরীতে প্রথমার্ধের শেষদিকে সাদিও মানের পাস থেকে গোল করেন ওটাভিও। যদিও অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেই গোল। এরপরেই অবশ্য রেফারির সঙ্গে বিরোধে জড়ান সিআরসেভেন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য এককভাবে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আল-হিলাল। কোনোপ্রকার সুযোগই দেওয়া হয়নি আল-নাসরকে। ৬১ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন আল হিলাল তারকা সালেম আলদাওয়াসরি। ম্যালকমের কাছ থেকে বল দারুণ এক ফিনিশিংয়ে ডেভিড ওসপিনাকে পরাস্ত করেন এই সৌদি স্ট্রাইকার। ৬৬ মিনিটে আবারও গোল পেতে পারত আল-নাসর। যদিও ম্যালকমের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৭২ মিনিটেই অবশ্য দারুণ খেলার প্রতিদান পেয়ে যান এই ব্রাজিলিয়ান। হেডে নিজের নাম স্কোরশিটে তোলেন ম্যালকম। এরপর ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালালেও লাভ হয়নি আল-নাসরের। এরই মধ্যে মেজাজ হারান রোনালদো। প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে আঘাত করে দেখেন লালকার্ড। সেমিফাইনালে ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা আল-নাসরের সামনে তখন উপায় ছিল না ঘুরে দাঁড়ানোর। ৮৫ মিনিটে সাইডলাইন থেকে বল কুড়াতে গিয়ে আল-হিলাল ডিফেন্ডার আলি আলবুলাইহির মুখোমুখি হন রোনালদো। মেজাজ হারিয়ে তাকে কনুই দিয়ে আঘাত করে বসেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তাতেই ২০১৮ সালের পর প্রথমবার লালকার্ড দেখতে হলো রোনালদোকে। সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মুষ্টি পাকিয়ে ঘুষি মারার ভঙ্গিতে রেফারির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন আল নাসর তারকা। এরপর রেফারিকে কটাক্ষ করে আর্মব্যান্ড খুলে বেরিয়ে যান মাঠ থেকে। রোনালদো যখন মাঠ ছাড়ছেন আল-নাসর তখন পিছিয়ে ২-০ গোলে। দশজনের দল নিয়ে আল-হিলালের বিপক্ষে ম্যাচে ফেরা কঠিনই ছিল নাসরের জন্য। সাদিও মানের ৯৯ মিনিটের গোলটা তাই হয়ে রইল স্বান্তনা। ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ হেরে সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নেয় আল নাসর।

পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ আজহার মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর দুই দফায় অধিনায়কের পদে রদবদল এনেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নেতৃত্ব হারিয়ে, ফের সেটা ফিরেও পেয়েছেন বাবর আজম। ঘোষণা করা হয়েছে সাত সদস্যের নির্বাচক কমিটি। তবে এতকিছুর পরেও দেশটির ক্রিকেটের প্রধান কোচ কে হবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। জেসন গিলেস্পি আর গ্যারি কার্স্টেনের কথা অবশ্য শোনা গিয়েছিল জোরেশোরে। সেই সম্ভাবনাও পুরোপুরি শেষ হয়নি। কিন্তু এত লম্বা সময় অপেক্ষাও করতে নারাজ পিসিবি। পূর্ণমেয়াদের কোচ নিয়োগের মাঝেই ঘনিয়ে এসেছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের সময়সূচি। এবার নতুন করে তাই দেশটির ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফে পরিবর্তন এসেছে। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাঁচ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য আজহার মাহমুদকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে মনোনীত করেছে পিসিবি। আজহারের সঙ্গে কোচিং স্টাফে এসেছেন সাঈদ আজমল ও মোহাম্মদ ইউসুফও। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর আগে পাকিস্তান দলের সঙ্গে ২০১৬-২০১৯ সাল পর্যন্ত বোলিং কোচ ছিলেন আজহার। এদিকে মোহাম্মদ ইউসুফ ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। আর সাঈদ আজমলকে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ করবেন সিনিয়র টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব। পাঁচ ম্যাচের সিরিজটি শুরু হবে ১৮ এপ্রিল যা শেষ হবে ২৭ এপ্রিল।

আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি শেষ হওয়া দুই টেস্টে বাংলাদেশকে রীতিমতো ভুগিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ সেরা হওয়া শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটসম্যান এবার পেয়েছেন আইসিসির স্বীকৃতি। মার্চ মাসের আইসিসির সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

আইসিসির ওয়েবসাইটে মার্চ মাসের আইসিসির সেরা খেলোয়াড় হিসেবে কামিন্দুর নাম ঘোষণা করা হয়।

নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও আয়ারল্যান্ডের মার্ক অ্যাডায়ারকে পেছনে ফেলে মার্চ মাসের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন এই লঙ্কান অলরাউন্ডার।

মার্চ মাসের শুরুতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেললেও রানের দেখা পাননি কামিন্দু। তবে সিলেট টেস্টে প্রথম ব্যাটার হিসেবে সাত নম্বরে নেমে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করার কীর্তি গড়েন এই বাঁহাতি ব্যাটার। দুটোই ছিল চাপের মুখে থেকে। প্রথম ইনিংসে ১০২ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে উপহার দেন ১৬৪ রান। এদিকে, মেয়েদের ক্রিকেটে মাসসেরা হয়েছেন ইংল্যান্ডের মাইয়া বুশিয়েই।

আর্জেন্টিনায় সালাহর প্রিয় খেলোয়াড় কে?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন: ইতোমধ্যেই মৌসুমের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। স্বপ্নের মতো কাটাচ্ছেন সময়। বলছিলাম লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ'র কথা। লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে ১৬ গোল করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা মিসরীয় এই উইঙ্গার। লিগে গোল করায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর্লিং হলান্ড (১৮টি)।

সালাহর পাশাপাশি লিভারপুলের হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন দলটির আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টারও। সর্বশেষ শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে দারুণ এক গোলে ম্যাচের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন এ মিডফিল্ডার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক আলিস্টারের প্রসঙ্গ টেনে সালাহর কাছে তার প্রিয় আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়ের কথা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে মেসির প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানান দিয়েছেন 'ইজিপসিয়ান কিং' খ্যাত এই ফুটবলার। পাশাপাশি এ সময় আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে পছন্দের কথাও জানান সালাহ।

নিজের পছন্দের আর্জেন্টাইন ফুটবলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইএসপিএন আর্জেন্টিনাকে সালাহ বলেছেন, 'ম্যাক অ্যালিস্টার ছাড়া বললে মেসি, আমি মেসিকে ভালোবাসি। মেসি হচ্ছে মেসি। আমি বাতিস্তুতাকেও পছন্দ করি। আর্জেন্টিনায় একবার তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল, সে তার স্বাক্ষর করা জার্সিও আমাকে দিয়েছিল।'

পছন্দের আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু বিষয়ও ভাগাভাগি করেছেন সালাহ, 'আমি প্রায় প্রতিদিন দাবা খেলি। আমি বেশ উল্লেখযোগ্য সময় নিয়ে যোগব্যায়াম করি এবং প্রায় প্রতিদিন ধ্যান করি। আমি ছোট ছোট জিনিস বিকশিত করার চেষ্টা করি। শুধু ফুটবলে নয়, ব্যক্তি হিসেবেও। ফুটবলে নিজের সেরা দিতে আমি সবকিছু করি, কিন্তু মানুষ হিসেবেও আমার বিকশিত হওয়া দরকার।'

প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় শিরোপা জয় থেকে মাত্র আট ম্যাচ দূরে আছেন সালাহ। আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি ঘাড়ে নিশ্বাস ফেললেও ব্যাটনটা এখনো লিভারপুলেরই হাতে। তবে আগামীকাল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে লিভারপুল মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। এই ম্যাচের ফলের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে লিভারপুলের শিরোপা-ভাগ্য।

মাঠে ঢুকে সেলফি নেওয়া সেই তরুণীকে কী বলেছিলেন মেসি?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে প্রায় এক মাস পর মাঠে ফিরেই গোল করলেন লিওনেল মেসি। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ চার ম্যাচ খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন তারকা। দীর্ঘদিন পর এমএলএসে কলোরাডোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইন্টার মায়ামি হয়ে মাঠে নামেন মহাতারকা লিওনেল মেসি। বদলি হিসেবে নেমেই গোল করলেন তিনি। তবু জিততে পারেনি মায়ামি।

তবে এই ম্যাচে ঘটেছে এক অন্যরকম ঘটনা। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে এক তরুণী গ্যালারি থেকে দৌড়ে যান মাঠে। আর বরাবরের মতোই ফুটবলের মহাতারকা ছবি তুলে খুশি করে দেন তার ভক্তকে। ওই তরুণীর নাম আন্তোনেলা সিগার্ট। আন্তোনেলা নিজের অ্যাকাউন্টে এই মুহূর্তের জন্য মেসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ লিও মেসি এতটা বিনয় প্রদর্শনের জন্য, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটুকু উপহার দিতে সম্মত হওয়ার জন্য।'

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন কীভাবে মেসির মহানুভবতায় আপ্লুত হয়েছেন। নিরাপত্তারক্ষীদের থেকে বাঁচানোর জন্য মেসি তাকে পরামর্শও দেন। অ্যান্তোনেলা নিজেও ফুটবল খেলে থাকেন। তার টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের নাম আন্তোনেলা.সকার। ম্যাচশেষে তিনি জানান, আমি ভীষণ খুশি। নিরাপত্তারক্ষীরা যখন আমাকে ধরে ফেলে তখন পুরো স্টেডিয়াম আমার জন্য তালি দিচ্ছিল, কেননা আমি অনেক জোরে দৌড়েছিলাম।'

মেসির সঙ্গে নিজের কথোপকথন কি হয়েছিল জানান আন্তোনেলা। তিনি বলেন, তিনি (মেসি) ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছবি তোলেন এবং আমাকে উপদেশ দেন দৌড়ে নিরাপদে যেতে।'

আমার স্ট্রাইক রেট নিয়ে মানুষের কেন এত সমস্যা: বাবর আজম

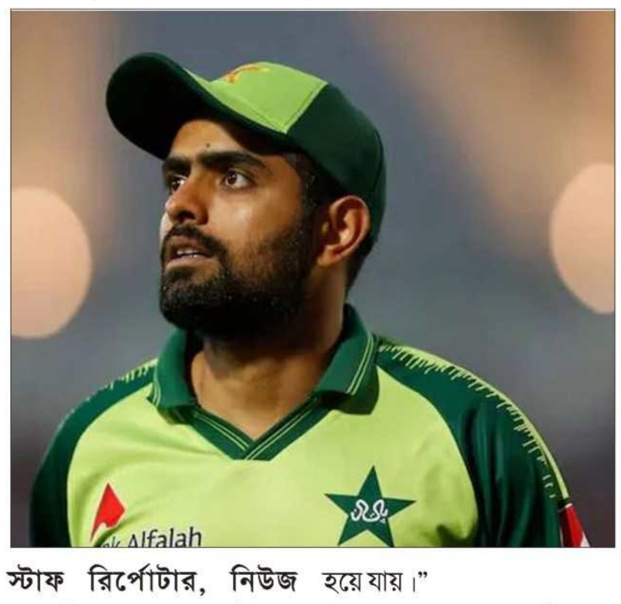

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই নান্দনিক ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসিত পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার বাবর আজম। তবে তাকেও স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এবার এই প্রশ্নে ক্ষেপে গেলেন বাবর।

তিনি বলেছেন, "আমি ক্রিকেট খেলতে জানি। আমি জানি, বাড়তি কী যোগ করতে হবে, স্টাইলে কী সংযোজন করতে হবে। এখানে পরিস্থিতিটাই আসল। সেটি অনুকূলে থাকলে তো আমি মুক্তভাবেই খেলব।"

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ২৯০ ম্যাচের ক্যারিয়ারে ১২৯.৩২ স্ট্রাইকে রেটে রান তোলা বাবর বলেন, "আমি শুধু দলের জয়ের কথাই ভাবি। কীভাবে ইনিংসটাকে গড়ে তুলব, সেটি ভাবি। স্ট্রাইক রেট ব্যাপারটা আসলে ভিন্ন গল্প। ইনিংস গড়া আর ম্যাচ জেতানো আলাদা দুটি বিষয়। ম্যাচ জিততে দুটিই হয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "কীভাবে প্রথম ছয় ওভার খেলেন, পরের ওভারগুলোতে কী করলেন—এগুলো একটার পর একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার। আমি ক্রিকেট খেলতে জানি। আমি জানি, বাড়তি কী যোগ করতে হবে, স্টাইলে কী সংযোজন করতে হবে। এখানে পরিস্থিতিটাই আসল। সেটা অনুকূলে থাকলে তো আমি মুক্তভাবেই খেলব।"

স্ট্রাইক রেট নিয়ে বাবর বলেন, "হাতে উইকেট থাকলে ২০০ স্ট্রাইক রেটেও খেলা যায়। আমি বুঝি না, আমার স্ট্রাইক রেট নিয়ে মানুষের কেন এত সমস্যা? তারা বলবে ১৫০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করা উচিত। তারপর বলবে ১৭০। এরপর আমি যদি ১৭০-এ ব্যাট করি, বলবে ২০০ স্ট্রাইক রেটে খেলা উচিত। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজস্ব স্টাইল আছে। আমি নিজেকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করতে পছন্দ করি না।"

এক মিনিটেই শেষ ফাইনাল ম্যাচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত ডিসেম্বরে বিতর্কিতভাবে স্থগিত হয়েছিল যে ফাইনাল, সেটি শেষ হলো আরও বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়ে। এক মিনিটেই শেষ হয়ে গেল ম্যাচ, যেটি জিতে তুর্কি কাপের শিরোপা জয় করল গালাতাসারাই।

ইস্তাম্বুল থেকে প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার দূরের শহর সানলুরফায় রবিবার (০৭ মার্চ) ফাইনালের প্রথম মিনিটেই গোল করেন গালাতাসারাইয়ের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার মাউরো ইকার্দি। এরপরই খেলা ছেড়ে দিয়ে মাঠ ছেড়ে যায় ফেনারবাচে দল। নিয়ম অনুযায়ী জিতিয়ে দেওয়া হয় প্রতিপক্ষকে।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যমের খবর, ফেনারবাচের এই পদক্ষেপ ছিল তাদের একটি চাওয়া পূরণ না হওয়ার প্রতিবাদ। আগামী বৃহস্পতিবার উয়েফা কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের মাঠে খেলবে ক্লাবের পক্ষ থেকে তুর্কি ফেডারেশনকে তাই অনুরোধ করা হয়েছিল, এই ফাইনাল ম্যাচটি এখন স্থগিত করে পরে আয়োজন করার জন্য। তাদের সেই অনুরোধ রাখা হয়নি। ফেনারবাচে তাই ফাইনালে মাঠে নামায় তাদের অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে এবং এক মিনিট পরই মাঠ ছেড়ে যায়।

ফেনারবাচের ওয়েবসাইটে বিশাল বিবৃতিতে দিয়ে নিজেদের এই পদক্ষেপের কারণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন ক্লাবের সভাপতি ইয়ালদারাম আলি কচ। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অন্যায়ের' নানা ঘটনা তিনি তুলে ধরেন এবং বিদ্রোহের সুর তুলে বলেন, "তুর্কি ফুটবলে সবকিছু পুনঃস্থাপন করার সময় এখন।" পরে সামাজিক মাধ্যমে ফেনারবাচেও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে ফেনারবাচে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন: ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR